সংবাদ

তারিখ ... 28 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৬ ...

সরকারি স্কুল ভবনে ফাটল আতঙ্কে মন্দিরে পাঠদান

অন্ত রেজা, নারায়ণগঞ্জ

ভবনে ফাটল দেখা দেয়ায় মন্দিরের ভিতরে চলছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। নগরীর খানপুর এলাকায় মোকারবা সড়কে অবস্থিত লক্ষীকান্ত বালক/বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনে ফাটল দেখা দেয়ায় শিক্ষার্থীরা পার্শ্ববর্তী শ্রী শ্রী সিদ্ধি গোপাল আখড়া মন্দিরে স্কুল করতে বাধ্য হচ্ছে। বেঞ্চ, চেয়ার ছাড়াই মাটিতে বসে, স্কুল ব্যাগের ওপর বই খাতা রেখে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া চালাচ্ছে। উপায় না থাকায় শিক্ষকরাও কষ্ট করে মন্দিরেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন। সকাল ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত স্কুলের কার্যক্রম মন্দিরে চলায় ব্যাহত হচ্ছে মন্দিরের পূজা অর্চনার কাজ।

রোববার দুপুরে নগর খানপুর এলাকার মোকরবা সড়কের শ্রী শ্রী সিদ্ধি গোপাল আখড়া মন্দিরে গিয়ে দেখা যায়,মন্দিরের পাশেই অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মন্দিও প্রাঙ্গণে ক্লাস করছে। ঈদের ছুটির পরে শনিবার থেকে স্কুলটি পুনরায় খুলেছে। তিন মাস আগে গত ২৫ এপ্রিল নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় প্রতিক্রিয়া হিসাবে বাংলাদেশে সংঘটিত ভূ-কম্পনে স্কুলটির দোতলা ভবনে ফাটল সৃষ্টি হলে স্কুলটি ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। অদ্যাবধি নেয়া হয়নি কোন বিকল্প ব্যবস্থা। স্কুলের পরিচালনা কমিটি স্কুলের সীমানা/দেয়াল সংলগ্ন মন্দিরে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাচ্ছেন সহকারী শিক্ষিকা ফেরদৌসী বেগম ও অপর্ণা সুলতানা। ফেরদৌসী বেগম জানান, স্কুলটি পরিত্যক্ত ঘোষণার পর থেকে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অনেক কমে গেছে। মন্দিরটি উন্মুক্ত হওয়ায় রাতের বেলা পাখির মলমূত্রে বসার পরিবেশ থাকে না। নিজেরাই ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে শিক্ষার্থীরা। আর বৃষ্টি আসলে তো ক্লাস করার কোন সুযোগই নেই। অপর্না সুলতানা জানান, আগামী ২ আগস্ট থেকে পরীক্ষার্থীদের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু যেখানে ক্লাস করানোর সুযোগ নেই সেখানে পরীক্ষা কিভাবে নেয়া হবে সেটাই এখন আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্কুলটির সিনিয়র শিক্ষিকা সন্ধ্যা রানী জানান, স্কুলটি তিনি নির্মাণ হতে দেখেছেন। ওইসময় স্থানীয়দের সহযোগিতা নিয়ে স্কুলের নানা সরঞ্জাম তৈরিও করিয়েছেন। তবে মাত্র ২২ বছরেই স্কুলটি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে সেটা তার বোধগম্য নয়। তৃতীয় শ্রেণীর আবেদ হোসেন, দিশামনি, ৪র্থ শ্রেণীর আবু হুরায়রা, আদিবা আক্তার ও ৫ম শ্রেণীর নাহিদুল ইসলাম, রিয়া আক্তার শিক্ষার্থী জানায়, মন্দিরের খোলা বারান্দায় রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজেই তাদের ক্লাস করতে হচ্ছে। তারা এ অবস্থার দ্রুত উত্তরণ চান।

জানা গেছে, নগর খানপুর এলাকাটি ব্রিটিশ আমলে হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। লক্ষী কান্ত সাহা নামের একজন স্থানীয় বাসিন্দার দান করা জমিতে আড়াই শতাংশ জমিতে ১৯২৯ সালে স্কুলটি নির্মিত হয়। স্কুলটি পুনর্নির্মাণ করা হয় ১৯৯৩ সালে। বর্তমানে ২ শিফটে স্কুলের কার্যক্রম চলছে। প্রথম শিফটে (বালিকা) সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, দ্বিতীয় শিফটে (বালক) দুপুর ১২টা থেকে বিকাল সোয়া ৫টা পর্যন্ত চলে। দুই শিফটে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৮৪ জন। শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছে ৯ জন।

ভবনে ফাটল দেখা দেওয়ার পর পর স্কুলটিতে পরিদর্শনে আসেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শাহীন আরা বেগম। এর কয়েকদিন পরে উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী ভবনটি পরিদর্শন করে সেটিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এরপর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলভবনটিতে পাঠদান না করাতে বলা হয়। পাঠদানের জন্য নিকটস্থ জায়গা দেখতে নির্দেশনা দেয়া হয়। তবে পার্শ্ববর্তী কোন জায়গা না পাওয়ায় স্কুল সংলগ্ন শ্রী শ্রী সিদ্ধিগোপাল আখড়া নামের মন্দিরে চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের কাজ। মন্দিরটি ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের সেবায়েত সুমন চক্রবর্তী জানান, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য আমরা সাময়িকভাবে পাঠদান কার্যক্রম চালানোর জন্য মন্দিরে জায়গা দিয়েছিলাম। কিন্তু গত তিন মাসেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বিকল্প কোন ব্যবস্থা করতে না পারায় মন্দিরেই স্কুলের কার্যক্রম চলছে। এখন মন্দিরে পূজা অর্চনাসহ নানা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত স্কুলের কার্যক্রম চলে। বাণী-অর্চনা, কীর্তন ও অন্যান্য কার্যক্রম সন্ধ্যার পর শুরু হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সৈয়দা মাহফুজা বেগম জানান, ৪৪/৪৫ খানপুর এল কে বালক বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ নারায়ণগঞ্জের জেলার ৫টি উপজেলার ১৮টি ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ ভবনগুলোর তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রেরণ করা হয়েছে। ওই সকল স্কুলের ভবনগুলো পুনঃনির্মানের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। স্কুলটির বালিকা শাখার পরিচালনা কমিটির সভাপতি, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জসিমউদ্দিন জানান, দোতলা ভবনটিতে দুই শিফটে স্কুল চলতো। সকালের শিফটে বালিকা ও দুপুরে বালকদের ক্লাস চলতো। স্কুল ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণার পর পার্শ্ববর্তী বরফকল মাঠ সংলগ্ন শাপলা ক্লাবে ক্লাস নেয়ার চিন্তা ভাবনা ছিল। তবে সেখানে টয়লেট ও বিদ্যুত সংযোগ নেই। তবে সেখানে টিনশেড ঘর তৈরির মাধ্যমে ক্লাস চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।